গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dol.gov.bd

স্মারক নং-৪০.০২.০০০০.০৩৬.৯৯.০০২.২০০৩(৬ষ্ঠ খন্ড). ৫৪ তারিখ: ২৫/০৩/২০২০খ্রিঃ।

বিষয়: করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় গার্মেন্টস শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় গার্মেন্টস শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে বিগত ২২/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত আলোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ গিয়াস উদ্দিন)
পরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খাঁন, সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারশন, ল' কাউন্সিল, সাধারণ বীমা সদন (৬ষ্ঠ তলা), দিলকুশ, ঢাকা;
২) জনাব নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স, ২৩, তোপখানা রোড, ঢাকা;
৩) জনাব জেড.এম. কামরুল আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স লীগ, এফ,হক টাওয়ার, ৭ম তলা, ১০৭, বীর উত্তম সি.আর দত্ত রোড, ঢাকা;
৪) জনাব আমিরুল হক আমিন, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/এফ (নীচ তলা), তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০;
৫) জনাব কামরূল আহসান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, ৩১/১, তোপখানা রোড (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা;
৬) জনাব তৌহিদুর রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ পোশাক শিল্প ফেডারেশন, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬;
৭) জনাব বাবুল আখতার, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশন, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা;
৮) মিসেস নাজমা আক্তার, সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মহাখালী, ঢাকা;
৯) জনাব সিরাজুল ইসলাম রনি, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ, মিরপুর, ঢাকা;
১০) জনাব সালাউদ্দিন স্বপন, সভাপতি, বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মিরপুর-২, ঢাকা;
১১) জনাব কামরুন নাহার লতা, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দল, উত্তরা, ঢাকা;
১২) জনাব এম. দেলোয়ার হোসেন, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, ডেমরা, ঢাকা-১২০৪;
১৩) জনাব শহীদুল্লাহ বাদল, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭;
১৪) জনাব আবুল হোসাইন, সভাপতি, টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা;
১৫) জনাব কুতুব উদ্দিন আহম্মেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস ও লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০;
১৬) এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা;

১৭) জনাব মোঃ শেলিম রেজা, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিকলীগ, মিরপুর, ঢাকা;
১৮) মিসেস জাহানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা;
১৯) মিসেস শামীমা নাসরিন, সভাপতি, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, মিরপুর, ঢাকা;
২০) জনাব বদরুদ্দোজা নিজাম, সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস টেইলার্স ওয়ার্কার্স লীগ, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা;
২১) জনাব মোঃ রাশেদুল আলম রাজু, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন (বিগফ), পুরানা পল্টন, ঢাকা;
২২) মিসেস রোকেয়া সুলতানা আনজু, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক জোট, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা;
২৩) জনাব আসাদুজ্জামান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় নীট ডাইং গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা;
২৪) জনাব মন্টু ঘোষ, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০;
২৫) জনাব শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ফতুল্লা, ঢাকা;
২৬) জনাব কাজী মোহাম্মদ আলী, সভাপতি, বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মিরপুর, ঢাকা;
২৭) জনাব মোঃ রফিক, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস দর্জি সোয়েটার শ্রমিক ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা;
২৮) জনাব আলমগীর রনি, সভাপতি, গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা;
২৯) জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন, সভাপতি, একতা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, জয়দেবপুর, গাজীপুর;
৩০) জনাব শফিকুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা;
৩১) জনাব গোলাম রাব্বানী জামিল, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী জোট, কোতওয়ালী, ঢাকা;
৩২) মিসেস শামীমা আক্তার শিরীন, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, তালতলা, ঢাকা;
৩৩) জনাব আলমগীর রনি, সভাপতি, গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০;
৩৪) জনাব মোঃ গোলাম কাদের, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন, নারায়নগঞ্জ;
৩৫) মিসেস লিমা ফেরদৌস, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২;
৩৬) জনাব মোঃ বাহারানে সুলতান বাহার, সভাপতি, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০;
৩৭) মিসেস লাভলী ইয়াসমিন, সভাপতি, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ভাষানটেক রোড, ঢাকা;
৩৮) জনাব রফিকুল ইসলাম পথিক, সভাপতি, সমন্বিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০;
৩৯) মিসেস শবনম হাফিজ, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, মিরপুর, ঢাকা;
৪০) জনাব আরাফাত জাকারিয়া (সঞ্চয়), সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫;
৪১) মিসেস স্মৃতি আক্তার (সাহিদা), গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ফেডারেশন, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯;
৪২) জনাব এ এ এম ফয়েজ হোসেন, সভাপতি, জাতীয় সোয়েটার গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মিরপুর, ঢাকা;
৪৩) জনাব মাস্টার মোখলেছুর রহমান, সভাপতি, জাতীয় পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন;
৪৪) মিসেস তসলিমা আখতার (লিমা), সভা প্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি, ৩৮ নিউ ইস্কাটন (৫ম তলা), ঢাকা-১২০৭;
৪৫) জনাব ডাঃ শাসসুল আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, তোপখানা রোড, ঢাকা;
৪৬) জনাব শহিদুল ইসলাম মুকুল, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংঘ, তোপখানা রোড, ঢাকা;
৪৭) জনাব আব্দুল ওয়াহেদ, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস এন্ড দর্জি শ্রমিক জোট, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০;
৪৮) মিসেস সাহিদা সরকার, সভাপতি, গার্মেন্টস-দর্জি শ্রমিক কেন্দ্র, মিতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০;
৪৯) মিসেস সুলতানা আক্তার, সভাপতি, মুক্তির সংগ্রাম গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা;
৫০) মিসেস রাবেয়া সুলতানা রাণী, সভাপতি, বাংলাদেশ সংগ্রামী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মিরপুর-২, ঢাকা;
৫১) মিসেস জান্নাত ফাতেমা, সভাপতি, মেহনতী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, ২২০, নূরুনাহার ভিলা, বৈঠাখালী মোড়, আনন্দ নগর, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা;
৫২) জনাব রফিকুল ইসলাম রাজা, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, জাতীয় প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, বিবি এভিনিউ, ঢাকা;
৫৩) জনাব রুহুল আমীন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ফেডারেশন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০;
৫৪) জনাব হেদায়তুল ইসলাম, সভাপতি, জাঃ গার্মেন্টস এন্ড টেক্সঃ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০;
৫৫) জনাব এইচ এম বেল্লাল, কেন্দ্রীয় কমিটি, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাষ্ট গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, পুরানা পল্টন, ঢাকা;
৫৬) মিসেস কামরুন নাহার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০;
৫৭) জনাব আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী পরিষদ, খিলগাঁও, ঢাকা;
৫৮) জনাব মোঃ রুহুল আমিন হাওলাদার, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন, রুপনগর, ঢাকা-১২১৬;
৫৯) জনাব আসাদুজ্জামান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, নীট ডাইং গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, কদমতলী, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪;
৬০) জনাব শামীম খান, সভাপতি, বাংলাদেশ তৃণমুল গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, আশুলিয়া, ঢাকা;
৬১) জনাব শামীমা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস লেবার কংগ্রেস, হাতিরঝিল, ঢাকা;
৬২) জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন, নোয়াখালী টাওয়ার, ঢাকা;
৬৩) মিসেস সালেহা ইসলাম শান্তনা, সভাপতি, মাদারল্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, মিরপুর, ঢাকা;
৬৪) জনাব সৌমিত্র কুমার দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০;
৬৫) জনাব চায়না রহমান, মহা-সচিব, ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ কাউন্সিল, বাসা-১৯, রোড-১, ব্লক-১, ৬নং সেকশন, মিরপুর, ঢাকা।

স্মারক নং-৪০.০২.০০০০.০৩৬.৯৯.০০২.২০০৩(৬ষ্ঠ খন্ড). ৫৪ তারিখ: ২৫/০৩/২০২০খ্রিঃ।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০;
২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,
৪) পরিচালক (প্রশাসন), শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৫) পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা;
৬) পরিচালক (মেডিকেল), শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৭) জনাব আকাশ কুমার নন্দী, যাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৮) অফিস কপি।

২৫/৩/২০২০

(মোঃ গিয়াস উদ্দিন)
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম শাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়: করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় গার্মেন্টস শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভা।

সভাপতি:	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি প্রতিমন্ত্রী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ:	২২/০৩/২০২০খ্রিঃ
সভার সময়:	বিকাল: ৫:০০ ঘটিকা
সভার স্থান:	শ্রম ভবনের সভাকক্ষ (৩য় তলা), ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।
সভার উপস্থিতি:	তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে সন্নিবেশিত।

উপস্থিতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সভা শুরু করা হয়। করোনা ভাইরাস সারাবিশ্বে মহামারি আকার ধারণ করেছে এবং বাংলাদেশ ও ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে এ ভাইরাসে। এমতাবস্থায় সরকার দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনার পাশাপাশি দেশের সর্ব বৃহৎ রপ্তানীমূখী সেক্টর অর্থাৎ গার্মেন্টস সেক্টর তথা এ সেক্টরের সার্বিক নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সভায় গার্মেন্টস সেক্টরসহ অন্যান্য শিল্প সেক্টরকে এ মহামারি থেকে রক্ষায় সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে করনীয় সম্পর্কে মূল্যাবান মতামত প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। 'শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাচবে, শিল্প বাঁচলে দেশে বাঁচবে'। উপস্থিতিকে এ মূল্যবোধকে সামনে রেখে দেশের সার্বিক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনের অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের প্রতি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন দুর্যোগ সাফল্যের ঐকবদ্ধভাবে সাথে মোকাবিলা করেছে এবং এবারও দেশের সকলে এ সমস্যা মোকাবিলা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার, বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতামত আহবান করেন।

পরবর্তিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সম্মানিত সচিব করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের প্রস্তুতির বিষয়ে সভাকে অবগত করেন এবং উল্লেখ করেন সরকার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

- সরকার মুজিববর্ষের কার্যক্রমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যক্রম এবংসভা/সমাবেশ স্থগিত করেছে। সীমিত সম্পদ দিয়ে সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। সরকার যতদ্রুত সম্ভব চীন থেকে কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগীতা এবং অভিজ্ঞতা নিচ্ছে।
- শ্রমিকদের কারখানায় প্রবেশ, অবস্থান এবং প্রস্থানে স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় সেনিটাইজেশন, মাস্ক ইত্যাদি রাখার বিষয়ে কারখানাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে কর্মস্থলে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রমিক নেতাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয়, গার্মেন্টস-এ স্থগিত ক্রয়াদেশসহ এ ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শ্রমিক এবং শিল্পের সংরক্ষণে করনীয় এবং আক্রান্ত হলে উত্তোরণের উপায় এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ করে সভা মতামত গ্রহণের নিমিত্ত উন্মুক্ত করেন।

জনাব সিরাজুল ইসলাম রনি, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ বলেন, গার্মেন্টস সেক্টরের নারী শ্রমিকরা এ বিষয়ে তেমন সচেতন নয়। সামগ্রিক বিষয়টিতে শ্রমিকরা সচেতন নয়। আক্রান্ত বিদেশী শ্রমিকদের প্রদেশ করতে না দিলে এ সমস্যা বর্তমান অবস্থায় আসত না। কারখানা পর্যায়ে পর্যাপ্ত সাবান/সেনিটাইজার ইত্যাদি দেওয়া হয়নি। মালিকপক্ষ গুরুত্বপ্রদান করছে না। নারী শ্রমিকরা ঝুঁকি নিয়ে গণপরিবহনে করে কারখানায় যাচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে মালিকপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা বেধে দিতে হবে।

জনাব বদরুদ্দোজা নিজাম, সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্ট টেইলার্স ওয়ার্কার্স লীগ বলেন, আমরা নিম্ন আয়ের দেশ। করোনাকে আতংক হিসাবে নিয়ে দেশের অর্থনীতেকে স্থবির করে দেওয়ার কোন কারণ নেই। এমতাবস্থায় ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। এটা করা হলে শ্রমিকরা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সংক্রমণের হার অনেকাংশে বেড়ে যাবে। ফ্যাক্টরি খোলা রাখতে হবে তবে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কঠোর নজরদারি চালু করতে হবে অবিলম্বে।

মিসেস লিমা ফেরদৌস, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ বলেন, করোনা ছোঁয়াচে রোগ। বর্তমানে গার্মেন্টসে মেশিন টু মেশিন এবং লাইন টু লাইন গ্যাপ নেই। এক্ষেত্রে ব্যাধিটি সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মালিকপক্ষে ইতোমধ্যে দেওয়া প্রতিশ্রুটি বাস্তবায়নে জোরালো মনিটরিং চালু করতে হবে। ৩১ মার্চ, ২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সচেতনে বন্ধ রাখার প্রস্তাব করেন যদি মালিকরা মনে করেন যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সরুক্ষা নিশ্চিতে তারা সক্ষম নন। মনিটরিং টিমে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, সভাপতি, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বলেন, বিশ্বব্যাপী যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা হল দূরুত্ব তৈরি করা। শ্রমিকরা সচেতন নয়। এমতাবস্থায় এদেরকে কাজে রেখে আমরা শ্রমিক তথা দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। অনেকে করোনার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। এটা বন্ধ করতে হবে। চিকিৎসার জন্য কারখানা পর্যায়ে মেডিকেল টিম সরবরাহ করার প্রস্তাব করেন।

মিসেস তসলিমা আখতার (লিমা), সভা প্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি বলেন, করোনা জাত-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে আক্রান্ত করবে। সরকার ইতোমধ্যে আমাদেরকে দূরত্ব বজায় রাখতে এবং সামাজিক কর্মকান্ড ও গণজমায়েত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। সরকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম স্থগিত করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। তাহলে অর্থনীতির চালিকা শক্তি শ্রমিকদেরকে তাহলে কেন কাজ করানো হচ্ছে। সবেতনে ১৪ দিনের ছুটি দিতে হবে। যেহেতু সরকারি হাসপাতালে শ্রমজীবীরা বেশি যায় তাই সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে তাঁর সংগঠনের পক্ষে লিখিত প্রস্তাবনা প্রদান করেন।

জনাব ডাঃ শাসসুল আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বলেন, ৪০ লক্ষ শ্রমিক লকডাউন করা হলে মালিকরা সুযোগ নিবে শ্রমিকরা তাদের বেতন বোনাস ঠিকমত পাবে না। অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই অন্যান্য ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, লকডাউন নয়।

জনাব মোঃ মাহাতাব উদ্দিন সহিত, জাতীয় গার্মেন্টস জোট বাংলাদেশ বলেন, সামনে ঈদ শ্রমিকরা বেতন বোনাস নিয়ে চিন্তিত এমতাবস্থায় লকডাউন সমীচীন হবে না। বন্ধ দিলে শ্রমিকদের আটকানো যাবে না। ছড়িয়ে পড়বে গ্রাম গ্রামান্তরে। তারা কারখানাতেই নিরাপদ। তাই স্বাস্থ্য নিরাপত্তা/সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। মালিকসহ সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

জনাব রফিকুল ইসলাম রাজা, সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, জাতীয় প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, লকডাউন তথা কারখানা বন্ধ করা যাবে না। সচেতনাবাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। মনিটরিং ব্যবস্থা কঠোর করতে হবে।

জনাব শফিকুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন বলেন, কারখানা খোলা রাখতে হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দিতে হবে।

মিসেস সালেহা ইসলাম শান্তনা, সভাপতি, মাদারল্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন বলেন, খিলক্ষেতে একটি ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে এবং মালিক পলাতক। সম্প্রতি সিন্টেক্স গার্মেন্টসের একজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। করোনার সুযোগ নিয়ে কোন মালিক যাতে ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখতে না পারে। সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। (উল্লেখ্য সভায় উপস্থিত শিল্প পুলিশের সুপার জানান শ্রমিকদের পারস্পরিক বিরোধের কারণে হত্যার ঘটনা ঘটে।উল্লিখিত হত্যার বিষয়ে মামলা হয়েছে, ইতোমধ্যে একজন আসামী ধরা পড়েছে এবং মামলার কাজ চলমান) ।

জনাব চৌধুরী আশিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক মনিটরিং সেল গঠন করণ যেতে পারে।

জনাব শহীদুল্লাহ বাদল, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, কারখানা চালু রেখে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে কাজ করতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উদ্যোগে একটি ত্রিপক্ষীয় মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে। শ্রমিকদের জন্য ঋণ-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মিসেস লাভলী ইয়াসমিন, সভাপতি, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন বলেন, লকডাউন করে হোম কোয়ারেনটাইন এর ব্যবস্থা করতে অবিলম্বে কারখানা বন্ধ রাখা হউক।

মিসেস কামরুন নাহার, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, ৩১ মার্চ, ২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত লকডাউন করে হোম কোয়ারেনটাইনএর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

জনাব রফিকুল ইসলাম পথিক, সভাপতি, সমন্বিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, সহজ সমাধান প্রত্যেকে নিজের অবস্থানে থাকবে। সবেতনে হোম কোয়ারেনটাইন-এ থাকবে।

জনাব আহসান হাবিব বুলবুল, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের গড় বয়স ৪০ এর মধ্যে গ্রামে হোম কোয়ারেন্ট এর ব্যবস্থা করা শ্রমিকদের জন্য কঠিন। এমতাবস্থায়, কর্মক্ষেত্রে রাখাই শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ। মনিটরিং সেল গঠন করে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। স্যানিটাইজেশনসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জনাব মোঃ বাহারানে সুলতান বাহার, সভাপতি, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বলেন,দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা। বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎবিল মওকুফ করা হউক।

জনাব শামীম খান, সভাপতি, বাংলাদেশ তৃণমুল গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন বলেন, কারখানা খোলা রেখে মনিটরিং সেল করে তদারকির ব্যবস্থা করা হউক।

মিসেস শবনম হাফিজ, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন বলেন,লকডাউন করা জরুরী।

মিসেস শামীমা আক্তার শিরীন, সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন বলেন, বর্তমানে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ আছে। লকডাউন করলে শ্রমিকরা ছড়িয়ে পড়বে। কারখানা খোলা রাখা উচিত। রেশনিং এর মাধ্যমে বর্তমানে পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা দরকার।

জনাব আলমগীর রনি, সভাপতি, গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন বলেন, কারখানা খোলা রাখাই ভালো। বাড়িভাড়া মওকুফ করা হউক।

জনাব ফজলুল হক মন্টু, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ বলেন, আজকে ৭১টি সংগঠনকে ডাকা হয়েছে। চীন থেকে বর্তমানে করোনা ১৮৩টি দেশে Effect করেছে। কোয়ারেন্টাইনে নিলে গার্মেন্টস শ্রমিকরা স্বাস্থ্য সেবা ঠিকভাবে পাবে না। ৪২টি ফরমাল সেক্টর রয়েছে। যেখানে ০১ কোটি লোক কাজ করে। রেশনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাক্টরি এর গেটে রেশনিংএর ব্যবস্থা করা যায়। মালিক ও বায়ারদের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরও কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন-

০১) গার্মেন্টস খোলা থাকবে।
০২) রেশন দিতে হবে।
০৩) গার্মেন্টস ৭১টি ফেডারেশন নিয়ে ১টি কনফেডারেশন করা।

মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বলেন, গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ রাখতে হলে অর্থ বাণিজ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলতে হবে। শ্রমিকদের সচেতনার জন্য ইতোমধ্যে আমরা ২৫ হাজার পোস্টার ১ লক্ষ লিফলেটছাপিয়ে এগুলো আমাদের কলকারখান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর অধিনস্তদপ্তরগুলোর মাধ্যমে বিতরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। শ্রমিকগণ ফ্যাক্টরিতে প্রবেশের সময় তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের আইটি সেকশনের মাধ্যমে ৩৭ হাজার ফ্যাক্টরি এবং প্রতিষ্ঠান-কে আমরা করোনা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছি।আমাদের ২৩টি জেলা কার্যালয়ে মনিটরিং সেল করা হয়েছে এবং প্রতিটিতে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, আমাদের শ্রমিক এবং শিল্পকে বাঁচানোর আপনারা ভালভাল প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবনার আলোকে আমাদের মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকারের সকল মনোযোগ এখন করোনার বিষয়ে। এ ক্ষেত্রে সরকার একা সবকিছু করতে পারবে না। সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালি জাতি যেভাবে দুযোগ মোকাবেলা করেছে এবারও আমরা তা করতে পারবো।

সভায় বলা হয় এখন শিল্প শান্ত। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আপনারা দিয়েছেন। আমাদের করণীয় বিষয়ে এখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে আমি মনে করি। একে অপরের সহযোগিতা ও সচেতনা দরকার। পোস্টার ও লিফলেট এর মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করতে হবে। গার্মেন্টস শিল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. কারখানা বন্ধ না করে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা;
২. পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার, মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে মনিটরিং সেল খোলা এবং মনিটরিং জোরদার করা;
৩. কলকারখানার ভিতরে এবং বাহিরে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তা জোরদার করা;
৪. প্রতিটি কারখানায় ডাক্তারসহ/মেডিকেল টিমগঠন করা;
৫. সকল কর্মীকে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপক থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করানো;
৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত সচেতনতামূলক নির্দেশনা গুলো শ্রমিকদেরকে অবগত করা এবং প্রতিপালন করানো;
৭. করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে বা কারও আত্নীয় বিদেশ থেকে আসলে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করে সংগনিরোধ এর ব্যবস্থা করা;
৮. শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা;
৯. টিসিবি'র মাধ্যমে শ্রমঘন এলাকায় কমমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা;
১০. প্রয়োজনে হলে এক মাসের অগ্রিম বেতনের ব্যবস্থা করা;
১১. সম্ভব হলে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমঘন এলাকা চিহ্নিত করা এবং লকডাউন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৬/৩/২০২০

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।